সুশীলন দিবস ২০১৪

১৫ই নভেম্বর, ২০১৪

টাইগার পয়েন্ট, মুন্সীগঞ্জ, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা

Prepared by:
>Sk. Amirul Islam, Adviser
>Mihir Datta, Sr. HR Officer

December 2014

ভূমিকাঃ

এ বছর সুশীলন দিবসটি ১৫ই নভেম্বর, ২০১৪ সালে টাইগার পয়েন্ট, মুন্সীগঞ্জ, শ্যামনগর, সাতক্ষীরায় অনুষ্ঠিত হয়। সুশীলন-এর কার্যনির্বাহী পরিষদ, কর্মরত সকল কর্মী, উন্নয়ন সহযোগী, দাতা সংস্থা ইত্যাদির মধ্যে একটি সমন্বয় সাধন করা, সংস্থার সার্বিক অগ্রগতি পর্যালোচনা করা এবং আগামী দিনের দিকনির্দেশনা সবার সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে সংস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এই দিবসের বিশেষ উদ্দেশ্য। এছাড়াও সুশীলন-এর অগ্রগতিতে যারা সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে তাদেরকে কাজের স্পৃহা, উন্মাদনা, আন্তরিকতা, সম্মানিত ও উৎসাহিত করা এই দিবসের একটি বিশেষ সংস্কৃতি।

এখানে উল্লেখ্য যে, ***সুশীলন*** ১৯৯১ সালে সাতক্ষীরা জেলার কালীগঞ্জ উপজেলায় কার্যক্রম শুরু করলেও ২০০৪ সাল থেকে সুশীলন দিবস পালন শুরু করে। শুরুতে এর নাম ছিল বার্ষিক কর্মী সমাবেশ যা পরবর্তীতে "সুশীলন দিবস" নামে পরিচিতি গ্রহন করে। সুশীলন এর জন্ম মাসকে স্মরণ করে এই অনুষ্ঠানটি প্রতিবছর নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হয়।

অংশগ্রহণকারীগণঃ

সুশীলন দিবস এর অংশগ্রহনকারীগণ হলেন সুশীলন-এর কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যবৃন্দ, কর্মরত সকল কর্মী, উন্নয়ন সহযোগী।

দিবসের কার্যবিবরণীঃ

প্রথম প্রহরের আহ্বানঃ

সুশীলন দিবস শুরু হয় ১৫ই নভেম্বর, ২০১৪ তারিখ রাত বারোটা এক মিনিটে প্রদীপ জ্বালানোর মাধ্যমে। সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক জনাব মোস্তফা নুরুজ্জামান প্রথমে প্রদীপ জ্বালানোর মাধ্যমে এই দিবসের শুভ সূচনা করেন। প্রদীপ জ্বালানোর সময় "আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে, বিরাজ, সত্য সুন্দর" গানটি গাওয়া হয়। গানের সাথে সাথে অন্যান্যরাও প্রদীপ জ্বালানোয় অংশগ্রহন করেন। এই সময় সমস্ত জীবন উৎকর্স কেন্দ্র যেমন উদ্বোধনী স্থান, পুকুর, টাইগার পয়েন্ট ইত্যাদি জায়গাতে প্রদীপের আলোয় আলোকিত করে এক প্রানবন্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়, যার মাধ্যমে সুশীলন পরিবার আমি থেকে আমরাতে রুপান্তরীত হয়। সংস্থার এই আকর্ষনে একইসাথে সুশীলন এর বিভিন্ন অফিসে

ও ব্যক্তিগতভাবে দিবস উদ্‌যাপনের শুভ সূচনা করা হয়। এই সামগ্রিক পরিবেশ সুশীলন এ কর্মরত সকল কর্মী, অফিস, সুশীলনকে যারা ভালোবাসেন তাদের মধ্যে এক সূত্রে গাথাঁর এক উম্মাদনা তৈরি করে।

প্রদীপ জ্বালানোর পর্ব শেষে অনুষ্ঠানে সুশীলন দিবস এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন সুশীলন এর পরিচালক জনাব মোস্তফা নুরুজ্জামান

এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন মোস্তফা আক্তারুজ্জামান, আহবায়ক, দিবস উদ্‌যাপন কমিটি। দিবসের তাৎপর্য, যথার্থতা ইত্যাদি তুলে ধরে বিভিন্ন বক্তাগণ তাদের গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এই পর্যায়ে

সুশীলনের এ পর্যন্ত পথ-পরিক্রমার নানা ঘটনার স্মৃতিচারন, সংস্থায় দীর্ঘ সময় ধরে যারা কাজ করছেন বিশেষ করে সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা কর্মীগণ তাদের অবদান, সংস্থার অগ্রগতি ইত্যাদি দিকে আলোকপাত করেন। এই মহতী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের উপস্থিত সকলকে আয়োজকগণ বাঙালীর ঐতিহ্য মুড়ির মোয়া দিয়ে অর্ভ্যর্থনা জানান। পরিশেষে প্রায় রাত ১.৩০ মিনিটে পরিচালক মহোদয় দ্বিতীয় পর্বের অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ জানিয়ে প্রথম পর্বের সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

সকালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানঃ

অনুষ্ঠান প্রাঙ্গনের মাঝখানে জাতীয় পতাকা এবং দুই পার্শ্বে সুশীলন এর পতাকা সারিবদ্ধভাবে বাধাঁ থাকে। প্রায় ১০.৩০ মিনিটে সুশীলন এর সমস্ত

কর্মীবৃন্দ প্রত্যেক পতাকার সোজা-সুজি নির্ধারিত প্রকল্প অনুযায়ী সারিবদ্ধভাবে দাড়াঁন। জাতীয় পতাকা, সুশীলন এর পতাকা ও প্রকল্পভিত্তিক পতাকা উত্তোলনের জন্য চন্দ্রিকা ব্যানার্জী- সভাপতি, কার্যনির্বাহী পরিষদ, আ জ ম আজিজুর

রহমান- সদস্য সাধারণ পরিষদ, মোস্তফা নুরুজ্জামান- পরিচালক, অন্যান্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অতিথিবৃন্দ পতাকা উত্তোলনের জন্য পতাকার নিচে অবস্থান গ্রহণ করেন। এই সময় সুশীলন এর সাংস্কৃতিক দলের নেতৃত্বে প্রথমে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয় এবং পতাকার নিচে অবস্থানরত প্রত্যেকে জাতীয় সংগীতের সাথে ধীরে ধীরে পতাকা উত্তোলন করেন। এরপর প্রত্যেকে একে অপরের হাত ধরে সুশীলন সংগীতে অংশগ্রহণ করেন। সুশীলন সংগীত শেষে সারিবদ্ধ দন্ডায়মান প্রত্যেকটি দল পতাকা উত্তোলনে নেতৃত্ব দানকারীর নেতৃত্বে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যাত্রা শুরু করেন এবং মূল অনুষ্ঠান কেন্দ্রে প্রবেশের পূর্বে এবছরের প্রতিপাদ্য বিষয় ‘‘ভ্যেলু চেইন এ্যাপ্রোচের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নে অবদান রাখা’’ আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ব্যানারে স্বাক্ষর করেন। ব্যানারের স্বাক্ষর করার এই প্রশংসনিয় উদ্যোগটি বরগুনা টিম

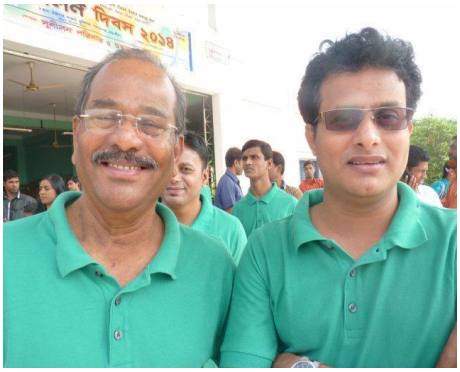

গ্রহণ করেছেন।

<u>উপস্থিত সকলকে বরণ করে নেওয়াঃ</u>

অনুষ্ঠান কেন্দ্রের অভ্যন্তরে প্রবেশের সময় উপস্থিত সকলকে আয়োজকগণ ফুল ছিটিয়ে ও সুশীলন সাংস্কৃতিক দলের পরিবেশনায় “শুভেচ্ছা স্বাগতম, জানাই তোমাদের স্বাগতম, শয়নে স্বপনে জ্ঞানে জাগরণে, হৃদয়ে যাদের সুশীলন” ইত্যাদি গানের মাধ্যমে বরণ করে নেন। এই সময় আয়োজকগণ মাটির পাত্রে পায়েস ও প্যাকেটে হালকা নাস্তা দিয়ে অনুষ্ঠান কেন্দ্রে অভ্যর্থনা জানান।

উদ্বোধন ঘোষনাঃ

এই পর্বে সুশীলন এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক জনাব মোস্তফা নুরুজ্জামান দিবসের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনের ঘোষনার পর দিবসের কার্যক্রম শুরু হয়।

অনুষ্ঠানের কার্যাবলী (প্রথম পর্ব)ঃ

এই পর্ব প্রায় বেলা ১১.৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হয় এবং সমগ্র কার্যক্রম পরিচালনা করেন জনাব মোঃ জাকির হোসেন- উপ-পরিচালক- অর্থ ও প্রশাসন।

ক) গত বছরের প্রতিপাদ্য বিষয় ''সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা ও স্বাস্থ্য অভ্যাস

নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দারিদ্রতা হ্রাস করা'' এর উপর একটি বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করেন জনাব সিদ্দিকুর রহমান-পরামর্শক।

খ) এ বছরের ২০১৪-১৫ প্রতিপাদ্য বিষয় ''ভ্যেলু চেইন এ্যাপ্রোচের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নে অবদান রাখা'' এর উপর গুরুত্বারোপ করেন জনাব মোঃ রফিকুল হক- উপ-পরিচালক।

গ) ''সুশীলন নিয়ে উন্নয়ন ভাবনা, করণীয় ও নির্দেশনা নিয়ে কিছু প্রাসঙ্গিক কথা''র উপর জনাব মোস্তফা নূরুজ্জামান-পরিচালক, সুশীলন বিস্তারিত আলোচনা করেন। এই আলোচনার সময় উপস্থিত কর্মীদের মাঝে বাংলা বার্ষিক প্রতিবেদন ইতিবৃত্ত বিতরণ করা হয়।

ঘ) এই পর্বে সংস্থার মূল্যায়ন প্রক্রিয়া বিশেষ করে মূল্যায়ন পরীক্ষার পদ্ধতি ও নম্বর বন্টন, মূল্যায়ন সর্ম্পকে কর্মীদের মন্তব্যের সার সংক্ষেপ আলোচনা করা হয় এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি নিয়ে কর্মীদের মতামত ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেন শাহিনা পারভিন- ইনচার্জ, এইচ আর সেল।

ঙ) কর্মী মূল্যায়নের সময় কর্মীরা মূল্যায়ন ফরমেটে যেসমস্ত মন্তব্য করেন তা সংস্থার উন্নয়ন, মূল্যায়ন পদ্ধতি, জেন্ডার, সুযোগ-সুবিধা, তদারকি, আত্ম উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ, মনিটরিং ইত্যাদি শ্রেণী বিভাগে শাহিনা পারভিন- ইনচার্জ, এইচ আর সেল আলোচনা করেন।

চ)গত বছরের মূল্যায়ন পরীক্ষার ফলাফল এক নজরে উপস্থাপন করেন শাহিনা পারভিন- ইনচার্জ, এইচ আর সেল। মূল্যায়নে সর্বোচ্চ প্রাপ্য নম্বর ৮৭.৫৫ এবং গড় নম্বর ৫৭.৮৫।

ছ) সংস্থা সম্পর্কে সংস্থার মূল্যায়ন ফরমেটে কর্মীরা মূল্যায়নের সময় যেসমস্ত মন্তব্য করেন তা সুপারভাইজারের কাছ হতে সহযোগিতা, সংস্থার ভবিষ্যত পরিকল্পনা সর্ম্পকে মত বিনিময়, নিয়োগ পদ্ধতি, কর্মী ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, চাকুরির নিশ্চয়তা, নারীর প্রতি সংস্থার দৃষ্টিভঙ্গি, কর্মীর দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ, কাজের পরিবেশ, কর্মীদের মতামতের গুরুত্ব, কাজের মূল্যায়ন, বেতন ও আর্থিক সুবিধা, অফিসের সময়সূচী, হিসাব বিভাগ/কর্মসূচী হতে সহযোগিতা, প্রশাসন বিভাগ/কর্মসূচী হতে সহযোগিতা, যানবাহন সুবিধা, অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বিষয়ে শাহিনা পারভিন- ইনচার্জ, এইচ আর সেল আলোচনা করেন।

জ) বছরের মূল্যায়নের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে সর্বোচ্চ প্রাপ্ত ১০ জন কর্মীকে এই বছর টপ টেন হিসেবে সম্মানিত ও পুরষ্কৃত করা হয়। মূল্যায়নের নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে (যার সাথে টপ টেন নির্বাচনও জড়িত) আরও যত্নশীল ও বিভিন্ন দিক নির্দেশনা নিয়ে পরিচালক ও জনাব সেখ আমিরুল ইসলাম- পরামর্শক আলোচনা করেন। আলোচনা ও উল্লেখযোগ্য দিকগুলি হলোঃ লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার নম্বর প্রদানের সময় যথাযথভাবে যাচাই বাছাই করে নম্বর প্রদান করা দরকার, কর্মীকে সঠিক নম্বর প্রদানের মাধ্যমে তাকে উন্নয়নের সহযোগি ভূমিকা পালন করা ইত্যাদি।

এই বছর শ্রেষ্ঠ দশ কর্মী হলেনঃ

শিরিনা আক্তার- জেলা সমন্বয়কারী, ComSS প্রকল্প

জ্যাকোপ সরকার- প্রজেক্ট ম্যানেজার, ওয়াশ প্রকল্প

মহানামব্রত দাশ- প্রধান- রিসার্চ এন্ড এ্যডভোকেসী সেল

জি এম কবিবুর রহমান- গ্রুপ ফরমেশন এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অফিসার- প্রশার প্রকল্প

মোঃ সাইদুল ইসলাম- প্রোগ্রাম অফিসার- রিসার্চ এন্ড ফান্ড রেইজিং

মোঃ সিরাজুল ইসলাম- ফিল্ড ফ্যাসিলিটেটর- প্রশার প্রকল্প

মোঃ নাজমুল হোসাইন শেখ- ফিল্ড ট্রেনিং ফাসিলিটেটর- এডিবি ফান্ডেড প্রকল্প

মোঃ মনিরুল ইসলাম- জেলা সমন্বয়কারী- স্কুল ফিডিং প্রকল্প, বরগুনা

সুকান্ত বিশ্বাস- প্রশাসনিক কর্মকর্তা

মাঃ গোলাম ফারুক- প্রজেক্ট অফিসার- সুন্দরী প্রকল্প

বছরে সেরা নারী কর্মী ও পুরুষ কর্মীঃ

সুশীলন প্রতি বছর কর্মীর সামগ্রিক দিক বিবেচনা করে একজন শ্রেষ্ঠ নারী কর্মী ও একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ কর্মী নির্বাচন করে থাকেন। সেই হিসেবে এই পর্বে বছরের শ্রেষ্ঠ নারী কর্মী ও শ্রেষ্ঠ পুরুষ কর্মী ঘোষণা করা হয়। বছরের শ্রেষ্ঠ নারী কর্মী ও শ্রেষ্ঠ পুরুষ কর্মী হলেনঃ

শ্রেষ্ঠ পুরুষ কর্মীঃ জি এম মনিরুজ্জামান- জেলা সমন্বয়কারী

শ্রেষ্ঠ নারী কর্মীঃ শাহিনা পারভিন- ইনচার্জ- এইচ আর সেল

শ্রেষ্ঠ পুরুষ কর্মী
জি এম মনিরুজ্জামান–
জেলা সমন্বয়কারী– সাতক্ষীরা

শ্রেষ্ঠ নারী কর্মী
শাহিনা পারভিন– ইনচার্জ–
এইচ আর সেল– প্রধান কার্যালয়, খুলনা

দুপুরের খাবারঃ

আয়োজকগণ এইবারও বুফে খাবারের ব্যবস্থা করেন। বিভিন্ন প্রকল্প ভিত্তিক কর্মীগণকে সাতটিকেন্দ্রে ভাগ করা হয় এবং প্রতিটি

কেন্দ্রের মাধ্যমে বুফে খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। এতে করে উপস্থিত সকলে অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে টাটকা খাবার গ্রহণ করতে সক্ষম হন এবং তৃপ্তি সহকারে দুপুরের খাবারের পর্ব শেষ করেন।

অনুষ্ঠানের কার্যাবলী (দ্বিতীয় পর্ব) - সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানঃ

এই পর্বে সুশীলন-এর কর্মীগণ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এককভাবে এবং দলীয়ভাবে পরিবেশন করেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ভিতরে উল্লেখযোগ্য দিক হল- গান

পরিবেশনা, নৃত্য পরিবেশনা, নাটক পরিবেশনা, কৌতুক পরিবেশনা ইত্যাদি। এই পর্বের অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মোঃ উজির হোসেন- সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার- কালচারাল। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত কর্মীগণ নাটক, গান, কৌতুক, নৃত্য ইতাদির মাধ্যমে সবাইকে আনন্দ প্রদান করেন। পরামর্শক ও কার্যনির্বাহী পরিষদের সমন্বয়ে একটি বিচারক কমিটি গঠন করা হয় যারা বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকারীদের নির্বাচিত করেন।

ক) বরগুনা টিম সম্মিলিতভাবে মাতৃভাষার উপর একটি নাটক উপস্থাপন করেন, যা সবাইকে মুগ্ধ করে।

খ) মুন্সীগঞ্জ টিম পরিবার পরিকল্পনা ও শিক্ষার উপর সম্মিলিতভাবে একটি কৌতুক নাটক উপস্থাপন করেন যা সবাইকে মনোমুগ্ধ করে।

গ) সাতক্ষীরা টিমের আকর্ষণীয় নাটকটি সবার প্রাণ ছুয়ে যায়।

ঘ) কেশবপুরের জীবন থেকে নেওয়া নাটিকা সবার প্রাণ স্পর্শ করে যায়।

ঙ) খুলনা অফিসের ''ছেড়া কণ্ঠ শিল্পী'' হাস্যরসাত্মক উপাস্থাপনা দম ফাটানো হাসিতে সবাইকে মাতিয়ে তোলে।

চ) ভোলা টিমের হাস্যরসাত্মক উপস্থাপনা সকলকে মুগ্ধ করে।

ছ) ব্যক্তিগতভাবে নানা নাতীর কৌতুক উপস্থাপনা সবাই ভিষণভাবে উপভোগ করেন।

জ) সাগরের ঢেউ নিয়ে নাচে গানে অনুষ্ঠানকে আনন্দে ভরিয়ে তোলেন সেখ আমিরুল ইসলাম ও আনোয়ারা খাতুন।

মনোগ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সেরাদের পুরষ্কারে যারা পুরস্কৃত হনঃ

সাংস্কৃতিক উপস্থাপনা- যৌথ	**প্রথম**- বরগুনা অফিস **দ্বিতীয়**- সাতক্ষীরা অফিস
সাংস্কৃতিক উপস্থাপনা- ব্যক্তিগত	**প্রথম**- মোঃ আব্দুল আলিম- জেলা সমন্বয়কারী, বেপজা প্রকল্প **দ্বিতীয়**- মোঃ এবাদুল ইসলাম- টেকনিক্যাল অফিসার, মা-মনি প্রকল্প

পোষ্টার উপস্থাপনাঃ

প্রত্যেক প্রকল্প ও সেল থেকে বাধ্যতামূলকভাবে পোষ্টার উপস্থাপনা করার জন্য পূর্ব থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই মোতাবেক প্রতিটি প্রকল্প, সেল, বিভিন্ন অফিস ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে পোষ্টার গ্যালারিতে পোষ্টার উপস্থাপনা করেন।

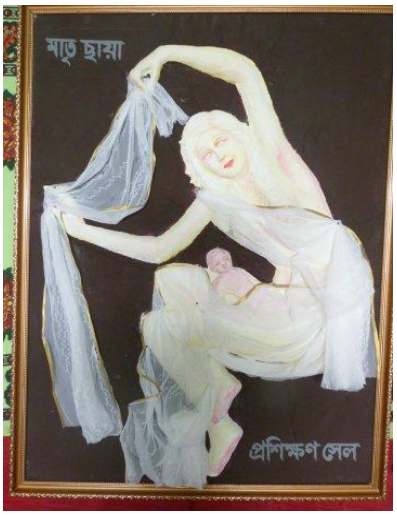

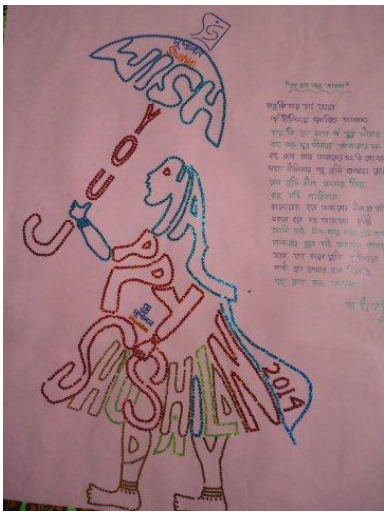

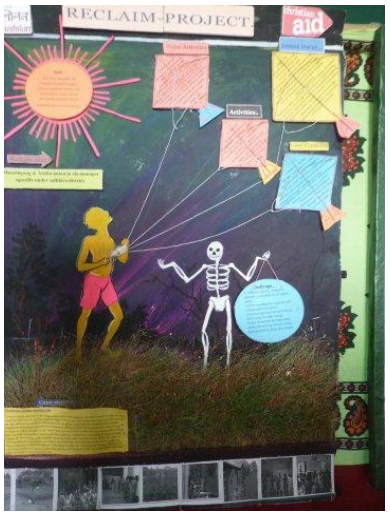

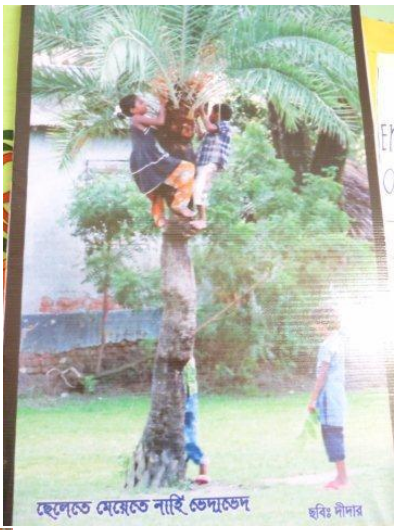

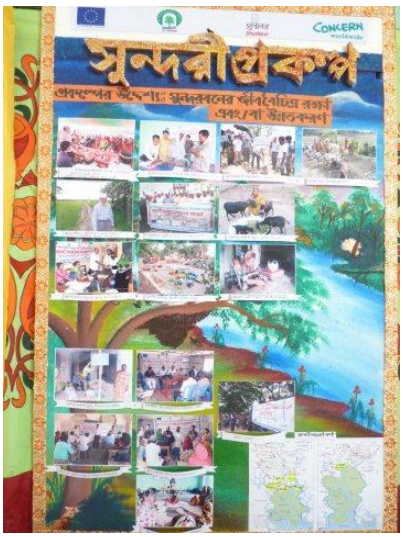

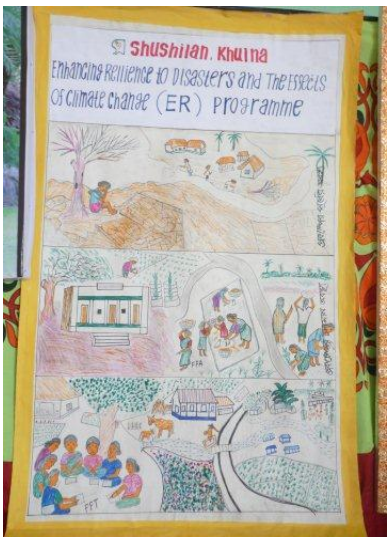

পরামর্শক কমিটির সমন্বয়ে একটি বিচারক কমিটি গঠন করা হয় যারা বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে প্রকল্প/সেল ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ পোষ্টার নির্বাচিত করেন। নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ পোষ্টারগুলি হলোঃ

শ্রেষ্ঠ দেয়ালিকা উপস্থাপনা (প্রকল্প, সেল, বিভাগ)	**প্রথম**-''মাতৃছায়া''- প্রশিক্ষণ সেল **দ্বিতীয়-Active Citizen** **বিশেষ পুরষ্কার**- বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য ''স্বরবর্ণ- একটি সুশীলন বরগুনা প্রকল্প''
শ্রেষ্ঠ দেয়ালিকা উপস্থাপনা (ব্যক্তিগত)	কাজী মনিরা- রিসিপশনিষ্ট, প্রধান কার্যালয়, সুশীলন

বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে কর্মী নির্বাচন ও পুরষ্কার প্রদানঃ

সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী কর্মীরা নিজে, সুপারভাইজার বা অন্য কর্মী সংস্থার সরবরাহকৃত ফরম পূরণ করে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে শ্রেষ্ঠ কর্মী, উপকারভোগী, উন্নয়ন সহযোগী নির্বাচনের জন্য সুপারিশ করতে পারেন। সরবরাহকৃত ফরম ও তথ্যের ভিত্তিতে এই বছর বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে প্রস্তাবিত ব্যক্তিবর্গকে শীর্ষ ব্যবস্থাপনা সভায় যাচাই বাছাই করে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে নির্বাচন করেন। সুশীলন দিবসে বিভিন্ন কার্যক্রম ও বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে যে সমস্ত পুরষ্কার প্রদান করা হয় তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

সুশীলন দিবস-২০১৪ এ পুরষ্কার প্রাপ্তদের তালিকাঃ

তারিখঃ ১৫ নভেম্বর, ২০১৪

স্থানঃ টাইগার পয়েন্ট (জীবন উৎকর্ষ প্রাঙ্গন), মুন্সিগঞ্জ, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা

ক্র:	পুরষ্কারের বিষয়	যাদেরকে পুরষ্কারে ভূষিত করা হয়েছে
১	শ্রেষ্ঠ ০৩ জন নারী কর্মী	• স্বপ্না রাণী নাগ- এ্যাসিসটেন্ট ডিআরএম ট্রেনিং অফিসার, প্রশার প্রকল্প • মোসাঃ সফুরা খাতুন- উপজেলা ম্যানেজার, সুন্দরী প্রকল্প • শাহিনা পারভিন- ইনচার্জ- এইচ আর সেল- প্রধান কার্যালয়, খুলনা
২	শ্রেষ্ঠ ০৩ জন পুরুষ কর্মী	• শেখ মোস্তাফিজুর রহমান- প্রজেক্ট ম্যানেজার, নিরাপদ প্রকল্প • জি এম মনিরুজ্জামান- জেলা সমন্বয়কারী- সাতক্ষীরা • মোঃ মনিরুল ইসলাম- জেলা সমন্বয়কারী- স্কুল ফিডিং প্রকল্প, বরগুনা
১	শ্রেষ্ঠ পুরুষ কর্মী	• জি এম মনিরুজ্জামান- জেলা সমন্বয়কারী- সাতক্ষীরা
২	শ্রেষ্ঠ নারী কর্মী	• শাহিনা পারভিন- ইনচার্জ- এইচ আর সেল- প্রধান কার্যালয়, খুলনা
১	সেরা তৃণমূলের কথা বলি- পুরুষ কর্মী	• মোঃ রজব আলী- ইলেকট্রিশিয়ান, টাইগার পয়েন্ট, মুন্সিগঞ্জ, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা
২	সেরা তৃণমূলের কথা বলি- নারী কর্মী	• মোর্শেদা আক্তার শ্রাবন্তী- হেলথ প্রোমোটর, প্রশার প্রকল্প
১	নির্বাচিত-৫ তৃণমূলের কথা বলি- নারী	• সখিনা খাতুন- ফিল্ড ট্রেইনার, পরিবর্তন প্রকল্প, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা • ইয়াসমিন সুলতানা- ফিল্ড অর্গনাইজার, ম্যানার প্রকল্প, কেশবপুর, যশোর • আয়শা সিদ্দীকা- রিফ্লেকশান এ্যকশন ফ্যাসিলিটেটর, ওয়াটার প্রকল্প, পাথরঘাটা, বরগুনা • মিনারা বেগম- রাধুনী, ঢাকা অফিস • গীতা রাণী বর্মন- কমিউনিটি পুষ্টি কর্মী, ম্যানার প্রকল্প, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা
২	নির্বাচিত-৫ তৃণমূলের কথা বলি- পুরুষ	• শংকর বাছাড়- টালী ক্লার্ক, স্কুল ফিডিং সাতক্ষীরা • এস এম আব্দুল কুদ্দুস- ফিল্ড অর্গনাইজার, ডি আর আর প্রকল্প • মোঃ রাশেদুল হাসান- ফিল্ড অর্গানাইজার, ম্যানার প্রকল্প • মোঃ শাহজালাল হোসেন- ফিল্ড মনিটর, স্কুল ফিডিং প্রকল্প, পাথরঘাটা, বরগুনা • সৈয়দ রেজাউল করিম- ফিল্ড মনিটর, স্কুল ফিডিং (গভঃ) প্রকল্প, আমতলী, বরগুনা
১	শ্রেষ্ঠ উপকারভোগী	• পারভীন বেগম- ম্যানার প্রকল্প, কেশবপুর প্রকল্প অফিস, যশোর
২	শ্রেষ্ঠ উন্নয়ন সহযোগী	• অর্চনা রাণী মন্ডল- রি-কল প্রকল্প • ইন্দ্রজিৎ মন্ডল- পরিবর্তন প্রকল্প, শ্যামনগর অফিস, সাতক্ষীরা
৩	শ্রেষ্ঠ উন্নয়ন সহযোগী সংগঠক	• ট্রাষ্ট ব্যাংক লিমিটেড, মুন্সিগঞ্জ শাখা, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা • জামান মিল এ্যন্ড মেশিনারীজ, খুলনা

১	শ্রেষ্ঠ দেয়ালিকা উপস্থাপনা (প্রকল্প, সেল, বিভাগ)	• প্রথমঃ 'মাতৃছায়া'- প্রশিক্ষণ সেল • দ্বিতীয়ঃ Active Citizen project • বিশেষ পুরষ্কারঃ বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করায় 'স্বরবর্ণ' বরগুনা'র প্রকল্প
২	শ্রেষ্ঠ দেয়ালিকা উপস্থাপনা (ব্যক্তিগত)	• মনিরা খাতুন- রিসিপশনিষ্ট, প্রধান কার্যালয়
১	সাংস্কৃতিক উপস্থাপনা- যৌথ	• প্রথমঃ বরগুনা অফিস, বরগুনা। • দ্বিতীয়ঃ সাতক্ষীরা অফিস, সাতক্ষীরা।
২	সাংস্কৃতিক উপস্থাপনা- ব্যক্তিগত	• মোঃ আব্দুল আলিম, জেলা সমন্বয়কারী, বেপজা প্রকল্প • মোঃ এবাদুল ইসলাম, টেকনিক্যাল অফিসার- মামনি প্রকল্প
১	শীর্ষ দশ	• শিরিনা আক্তার- জেলা সমন্বয়কারী, ComSS প্রকল্প • জ্যাকোপ সরকার- প্রজেক্ট ম্যানেজার, ওয়াশ প্রকল্প • মহানামব্রত দাশ- প্রধান- রিসার্চ এ্যন্ড এ্যডভোকেসী সেল • জি এম কবিবুর রহমান- গ্রুপ ফরমেশন এ্যন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অফিসার- প্রশার প্রকল্প • মোঃ সাইদুল ইসলাম- প্রোগ্রাম অফিসার- রিসার্চ এ্যন্ড ফান্ড রেইজিং • মোঃ সিরাজুল ইসলাম- ফিল্ড ফ্যাসিলিটেটর- প্রশার প্রকল্প • মোঃ নাজমুল হোসাইন শেখ- ফিল্ড ট্রেনিং ফাসিলিটেটর- এডিবি ফান্ডেড প্রকল্প • মোঃ মনিরুল ইসলাম- জেলা সমন্বয়কারী- স্কুল ফিডিং প্রকল্প, বরগুনা • সুকান্ত বিশ্বাস- প্রশাসনিক কর্মকর্তা • মোঃ গোলাম ফারুক- প্রজেক্ট অফিসার- সুন্দরী প্রকল্প
১	নিভৃতে অবদানকারীদের পুরষ্কার	• মোঃ আব্দুল আজিজ বিশ্বাস- নৈশ প্রহরী, CCAF WASH প্রকল্প • মোঃ ফজলুর রহমান- অফিস সহকারী/সার্ভিস স্টাফ- প্রশার প্রকল্প • মাজেদা খাতুন- রাধুনী, টাইগার পয়েন্ট, মুন্সিগঞ্জ, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা • হরিদাস কুমার মন্ডল- সার্ভিস স্টাফ
১	সঞ্চয় ও ঋণদান প্রকল্প (নারী দল)	• প্রথমঃ অর্পনা রাণী মল্লিক- মাঠ সংগঠক • দ্বিতীয়ঃ সুকুমার গাইন- মাঠ সংগঠক • তৃতীয়ঃ আবিদা সুলতানা- মাঠ সংগঠক
২	সঞ্চয় ও ঋণদান প্রকল্প (বাজার দল)	• প্রথমঃ সনাতন ঘোষ- মাঠ সংগঠক • দ্বিতীয়ঃ মোঃ আব্বাস আলী- মাঠ সংগঠক • তৃতীয়ঃ মোঃ মনিরুল ইসলাম- মাঠ সংগঠক

১	বছরের সেরা অফিস ব্যবস্থাপনা পুরষ্কার	• আমতলী প্রকল্প অফিস, বরগুনা
২	বছরের সেরা কেস স্টাডি রচয়িতা	• মোঃ গোলাম ফারুক- প্রজেক্ট অফিসার, সুন্দরী প্রকল্প
৩	বছরের সেরা প্রকল্প	• পরিবর্তন প্রকল্প
৪	বছরের সেরা কমিটি	• কর্মী মূল্যায়ন কমিটি
৫	বছরের সেরা রিপোর্ট প্রণেতা	• উজ্জল কুমার কর্মকার- প্রকল্প সমন্বয়কারী, রি-কল প্রকল্প

১	বছরের শ্রেষ্ঠ ইমেজ বৃদ্ধিতে অবদান রাখা	• স্বপ্না রাণী নাগ- এ্যাসিসটেন্ট ডিআরএম ট্রেনিং অফিসার, প্রশার প্রকল্প
২	বছরের সেরা মিতব্যয়ী কর্মী	• কৃষ্ণা রাণী- সহকারী হিসাবরক্ষক
৩	বছরের সেরা সাংস্কৃতিমনা কর্মী	• শামীমা ইয়াসমিন- প্রকল্প সমন্বয়কারী, নিরাপদ প্রকল্প
৪	বছরের সেরা মিটিংএ সক্রিয় অংশগ্রহনকারী কর্মী	• অমৃত কুমার হালদার- সিনিয়র এ্যকাউন্টস অফিসার, ঢাকা অফিস
৫	বছরের সেরা ডোনার ভিজিট ব্যবস্থাপনা	• শিরিনা আক্তার- জেলা সমন্বয়কারী, ComSS প্রকল্প
৬	বছরের সেরা জেন্ডার সংবেদনশীল কর্মী	• রুহুল আমিন মোল্লা- প্রধান- ফিন্যান্স সেল
৭	বছরের সেরা অভিনবত্ব	• সাহিদুর রহমান
৮	বছরের সেরা সমন্বয়, সুশীল সমাজ, সরকারী-বেসরকারী ও সায়ত্বশায়িত প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়কারী	• তানিয়া নাহিদ- সিনিয়র প্রশাসনিক কর্মকর্তা
৯	বছরের সেরা ম্যানার কর্মী	• মনিরা খাতুন- রিসিপশনিষ্ট, প্রধান কার্যালয়, খুলনা
১০	বছরের সেরা সৎ কর্মী	• শেখর কুমার সিংহ- জেলা সমন্বয়কারী, বেপজা
১১	বছরের সেরা কন্ট্রিবিউশনকারী কর্মী	• মোঃ শহিদুল ইসলাম- সহকারী প্রকল্প সমন্বয়কারী, ম্যানার প্রকল্প
১২	বছরের সেরা কমিটেড কর্মী	• শেখ মোস্তাফিজুর রহমান- প্রজেক্ট ম্যানেজার, নিরাপদ প্রকল্প
১৩	বছরের সেরা উদ্যোগী কর্মী	• মোঃ উজির হোসেন- সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার- কালচারাল
১৪	বছরের সেরা সংকট মোকাবেলায় অবদান রাখা কর্মী	• মোঃ আব্দুল আলিম- জেলা সমন্বয়কারী, বেপজা প্রকল্প
১৫	বছরের সেরা আন্ত সমন্বয়কারী কর্মী	• সুকান্ত বিশ্বাস- প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১৬	সুশীলন ধূমপান মুক্ত পরিবেশ তৈরীতে অবদান	• মোঃ মনিরুল ইসলাম- জেলা সমন্বয়কারী, স্কুল ফিডিং প্রকল্প, বরগুনা
১৭	বছরের সেরা দুঃসাহসী কর্মী পুরষ্কার	• শাহীনা পারভীন এ্যানী- প্রধান- প্রশিক্ষণ সেল

অতিথি ও উপস্থিতিদের প্রতিক্রিয়া প্রকাশঃ

বিভিন্ন পর্যায়ের অংশগ্রহণকারীগণ সুশীলন দিবস পালন সর্ম্পকে তাদের সন্তুষ্টিমূলক প্রতিক্রিয়া বর্ননা করেন এবং ভবিষ্যত এর উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দেন।

সুশীলন-এর ঘোষনাপত্র ২০১৪-১৫ঃ

এই পর্বে ২০১৪-১৫ বছরের জন্য সুশীলন ঘোষণাপত্র পাঠ করেন সংস্থার পরিচালক এবং উপস্থিত সবাইকে ঘোষনাপত্রের অনুলিপি প্রদান করা হয়। পরিচালক মহোদয় আশা করেন যে, এই ঘোষণা পত্র সবাই মেনে চলবেন এবং সমগ্র বছর ব্যাপী আমাদের কার্যক্রমের মাধ্যমে এই ঘোষণা পত্রের বিষয়গুলি ফুটে উঠবে। ঘোষণা পত্রটি নিম্নরূপঃ

সুশীলন দিবস উপলক্ষ্যে কর্মীদের সমাবেশে **সুশীলন ঘোষণা পত্র - ২০১৪**

আজ নভেম্বর ১৫, ২০১৪ সুশীলনের "টাইগার পয়েন্ট" জীবন উৎকর্ষ প্রাঙ্গন এ উপস্থিত সুশীলনের সর্বস্তরের কর্মীবাহিনীর সামনে আগামী এক বছরের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি **মুন্সিগঞ্জ ঘোষণা পত্র- ২০১৪** পাঠের মাধ্যমে ঘোষণা করা হল।

০১। সুশীলন একটি জনসংগঠন হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার কাজ শুরু করেছে যার পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন আজও হয়নি, সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য সকলের প্রতি আহবান জানানো হল।

০২। সুশীলন তার জীবন পরিক্রমায় অসংখ্য শুভানুদ্ধায়ীদের সহযোগিতায় আজ এক বৃহৎ পরিবারে রূপান্তরিত হতে যাচ্ছে ফলে সময় এসেছে একটি নিজস্ব সংস্কৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার। এক্ষেত্রে অগ্রজকে সম্মান ও অনুজের প্রতি একই দ্বায়িত্ব পালনের আহবান জানানো হল।

০৩। সুশীলনের কর্মএলাকা মূলতঃ বাংলাদেশের দূর্যোগ প্রবণ অঞ্চল, বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে উপকূলীয় অঞ্চলে নীরব ভয়াবহ দূর্যোগ নেমে আসছে। সাথে সাথে জীবন জীবিকার উপর পড়ছে এর বিরূপ প্রভাব, সেই প্রভাব থেকে নিজেদের বাঁচানোর জন্য নতুন উপায় খুঁজে বের করার লক্ষ্যে গবেষণা প্রতিষ্ঠানের উদ্ভাবিত নতুন নতুন জ্ঞান ও প্রযুক্তি, এলাকার জনগোষ্ঠীর লব্ধ জ্ঞান যুক্ত করা এবং এই নীরব ঘাতকের হাত থেকে ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীকে রক্ষার জন্য সুশীলন এর সর্বস্তরের কর্মীবাহিনীর প্রতি আহবান রইল।

০৪। দেশের মানুষের জীবন জীবিকার মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন ব্যবস্থা অপরিহার্য। এই জটিল ও কঠিন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে অধিকতর গুরুত্ব বিবেচনায় এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় গ্রহন করা হয়েছে ''ভ্যেলু চেইন এ্যাপ্রোচের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নে অবদান রাখা (Contribute to Sustainable Development through Value Chain Approach)" যা প্রত্যেক কর্মীকে এই এক বছরে সর্বাধিক গুরুত্বের সাথে মাঠ পর্যায়ে নিয়ে যেতে সহযোগিতা করার আহবান জানানো হল।

০৫। আমরা জানি আমাদের কর্মএলাকা দূর্যোগ প্রবণ। অতীতে আমাদের কর্মীদের অক্লান্ত ত্যাগ ও নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে সিডর, আইলা ও জলাবদ্ধতায় যেভাবে মানুষের পাশে দাড়িয়েছে, একইভাবে ভবিষ্যতে কোন দূর্যোগ দেখা দিলে যেন ২৪ ঘন্টার মধ্যে আমরা দুর্গত মানুষের পাশে দাড়াতে পারি তার সব প্রস্তুতি গ্রহন করার আহবান জানানো হল।

০৬। সুশীলন পরিবেশ রক্ষার কাজ করে যাচ্ছে। উপকূলীয় অঞ্চল পৃথিবীর অন্যতম জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। সেজন্য প্রত্যেক কর্মীকে জীববৈচিত্র্য রক্ষায় যত্নবান হওয়ার আহবান জানানো হল।

০৭। এখন প্রযুক্তির যুগ। এই যুগে নিজেদের যোগ্য করে তোলার জন্য প্রযুক্তির সাথে যুক্ত থেকে উন্নয়ন সহযোগীদের দক্ষ করে তোলার আহবান জানানো হল।

০৮। বাংলাদেশ মধ্য আয়ের দেশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আমাদের মত উন্নয়ন সংস্থার ভূমিকা কি হবে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা সাথে সাথে দেশের এই উন্নয়নে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ সেজন্য সুশীলনের কর্মীদের দ্বায়িত্ব হলো স্থানীয় সরকারকে ভূমিকা পালনে যোগ্য করে তুলতে সহযোগী ভূমিকা পালন করা।

০৯। সুশীলন আট ধরনের জন সংগঠন তৈরী করেছে। যারা জনগনের আকাঙ্খা বাস্তবায়নে ভূমিকা পালন করছে। এই জনসংগঠনগুলো ভবিষ্যতে জনগনের পক্ষ থেকে জন প্রতিনিধিদের দ্বারা জনকল্যানকর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে অধিপরামর্শের কাজ করতে পারে সে জন্য কর্মীদেরকে সেই ভূমিকা পালনে নিজেদের যোগ্য করে তুলতে হবে।

১০। বিশ্বায়নের ফলে যে সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে সেই সুযোগ যাতে দরিদ্র মানুষের কাজে লাগানো যায় এবং সম্পদের বৈষম্য কমে আসে। তার জন্য সদা সর্বদা তৎপর থাকার আহবান জানানো হল।

১১। সুশীলন সমাজের সবচেয়ে অন্তে আছে যারা, বিশেষ করে নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী তাদেরকে এগিয়ে আনতে চাই। প্রজনন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে প্রত্যেক কর্মীকে অধিকতর যত্নবান হওয়ার আহবান জানান হল।

১২। সুশীলনের শক্তি হলো স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা। সেজন্য স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা সকল স্তরে নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে নিজেদের ভাবমূর্তি তুলে ধরার ঘোষনা প্রদান করা হল।

১৩। সুশীলনের কর্ম এলাকা বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চল সুপেয় পানির সংকট একটি বড় সংকট হিসেবে বিবেচিত। এই সংকট একদিকে সুন্দরবনকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে অন্যদিকে পানির অভাবে অত্র অঞ্চলের মানুষ অসীম দূর্ভোগের শিকার হচ্ছে। আমাদের প্রধান দায়িত্ব হল মিষ্টি পানির আধার সৃষ্টি, নতুন নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে মিষ্টি পানির উৎস তৈরী এবং সরকারের সাথে সমঝোতার মাধ্যমে গংগা ব্যারেজ দ্বারা সুন্দরবনের মিষ্টি পানির সরবরাহে সহযোগিতা করা।

১৪। আমরা জানি নারীর প্রতি সহিংসতা বিভিন্ন ধারায় বিভিন্ন পথে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে ফলে সমাজে নারীদের অবস্থা দিন দিন বিপদাপন্ন হচ্ছে। নারীর এই দুরাবস্থা থেকে একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে পাশে দাড়ানো প্রত্যেক কর্মীর নৈতিক দায়িত্ব।

১৫। সুশীলনের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কর্মী। কর্মীর উন্নয়ন ছাড়া সংস্থার উন্নয়ন সম্ভব নয়। নিষ্ঠুর বাস্তবতা হল সংস্থার নিজস্ব চিন্তায় কর্মী উন্নয়নের সুযোগ ব্যাপকভাবে কমে আসছে। এই সীমিত সুযোগের মধ্যেও কর্মী উন্নয়নকে গুরুত্ব দিয়ে নানা ধরনের পন্থা খুঁজে বের করে কর্মী উন্নয়নকে অব্যহত রাখার অনুরোধ জানানো হল।

ঘোষনা পাঠকারীঃ

মোস্তফা নুরুজ্জামান
পরিচালক, সুশীলন।

দিবসের সমাপ্তি ঘোষনাঃ

এই পর্যায়ে সুশীলনের শীর্ষ ব্যবস্থাপনার কর্মীবৃন্দ ও অন্যান্য কর্মীবৃন্দ দিবসের তাৎপর্য, ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা, সুশীলন-এর উন্নয়ন, ইত্যাদি সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। সর্বশেষ সংস্থার পরিচালক সবাইকে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার জন্য, সুশীলন কর্মীদের একাগ্রতার মাধ্যমে কাজের গুণগত মান উন্নয়নের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে প্রত্যেককে নিজ নিজ স্থান থেকে সুশীলন কে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। পরিশেষে তিনি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

দিবস উদ্‌যাপন কমিটিঃ

সুশীলন দিবস এর কার্যক্রম সুন্দরভাবে সম্পাদন করার জন্য সুশীলন দিবস উদ্‌যাপন কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির মূল সদস্যবৃন্দ হলেনঃ

ক্র: নং	নাম	পদবী
১	মোস্তফা আক্তারুজ্জামান	উপ-পরিচালক- প্রোগ্রাম-১
২	মোঃ রফিকুল হক	উপ-পরিচালক- প্রোগ্রাম-২
৩	মোঃ জাকির হোসেন	উপ-পরিচালক- অর্থ ও প্রশাসন
৪	শেখ হাছানুজ্জামান	সহকারী পরিচালক
৫	সচ্চিদানন্দ বিশ্বাস	সহকারী পরিচালক
৬	শাহীনা পারভীন	প্রধান- প্রশিক্ষণ সেল
৭	কমলেশ বিশ্বাস	সিনিয়র প্রোকিওরমেন্ট এ্যন্ড লজিষ্টিক অফিসার
৮	আনোয়ারা খানম	সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার
৯	শিরিনা আক্তার	জেলা সমন্বয়কারী
১০	তানিয়া নাহিদ	সিনিয়র প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১১	জি এম মনিরুজ্জামান	জেলা সমন্বয়কারী
১২	মোঃ রিয়াজুল ইসলাম	সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার
১৩	সৈয়দ মনিবুল হাসান	প্রজেক্ট ম্যানেজার
১৪	মাহফুজা খাতুন	ডরমেটরী অফিসার কাম ইকো-ফার্ম ম্যানেজার
১৫	দিপালী বিশ্বাস	প্রোগ্রাম অফিসার

সংযুক্তিঃ ১ অনুষ্ঠান সূচী

অনুষ্ঠান সূচীঃ সুশীলন দিবস- ২০১৪

সময়	অনুষ্ঠানের নাম	দায়িত্ব
রাত ১১.০০ - ১২.০০	দিবস পালনের পর্যালোচনা সভা	পরিচালক
রাত ১২.০১-১.০০	দিবস সূচনা- মোমবাতি জ্বালানো (গান- আনন্দ লোকে. . . . .)	পরিচালক ও সংস্থার কর্মীবৃন্দ
সকাল ১০.০০-১০.৩০	জাতীয় সংগীত ও সুশীলন সংগীত	মোঃ উজির হোসেন ও সাংস্কৃতিক দল
১০.৩০-১০.৪৫	উদ্বোধন ঘোষণা ও পতাকা উত্তোলন	চন্দ্রিকা ব্যানার্জী (প্রধান অতিথি), পরিচালক ও স্ব স্ব দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
১০.৪৫-১১.১৫	কর্মীদের অভ্যর্থনা প্রদান	টাইগার পয়েন্ট (টিম লিডার- শাহীনা পারভীন ও সহঃ টিম লিডার মাহফুজা খাতুন)
১১.১৫-১১.২৫	স্বাগত বক্তব্য	মোস্তফা আক্তারুজ্জামান- দিবস উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক
১১.২৫-১১৫০	নাস্তা প্রদান	আব্দুল আলিম ও রিয়াজুল ইসলাম (টিম লিডার)
সংস্থার উপস্থাপনা (পরিচিতি)		
১১.৫০-১২.০৫	বিগত বছরের প্রতিপাদ্য বিষয় এর উপর উপস্থাপনা	সিদ্দিকুর রহমান- পরামর্শক
১২.০৫-১২.২০	এ বছরের (২০১৪-১৫) প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর উপস্থাপনা ''ভ্যেলু চেইন এ্যাপ্রোচের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নে অবদান রাখা''	মোঃ রফিকুল হক- উপ-পরিচালক
১২.২০-১২.৪০	উন্নয়ন ভাবনা	পরিচালক
১২.৪০-১.০০	সংস্থার মূল্যায়ন প্রক্রিয়া	মোঃ জাকির হোসেন ও মিহির দত্ত
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, দুপুরের খাওয়া ও উপস্থাপনা		
১.০০-২.১০	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানঃ ছবি নাটক ও ব্যক্তিগত উপস্থাপনা- গান/কবিতা/কৌতুক/অভিনয়	উজির হোসেন ও তার দল এবং উৎসাহী কর্মকর্তা/কর্মীবৃন্দ
২.১০-৩.১০	দুপুরের খাবার	আব্দুল আলিম ও রিয়াজুল ইসলাম (টিম লিডার)
	প্রকল্প/অফিস/ব্যক্তির কার্যক্রমের পোষ্টার উপস্থাপনা পরিদর্শন ও নির্বাচন (প্রকল্প ও সেল উপস্থাপনা বাধ্যতামূলক)	সকল অংশগ্রহণকারী
পুরষ্কার বিতরণ ও শ্রেষ্ঠ কর্মী সম্মাননা প্রদান		
বিকাল ৩.১০-৪.৩০	● বার্ষিক কর্মী মূল্যায়ন ফলাফল ঘোষণা ● উপকারভোগীদের অবদান পুরষ্কার ● বিশেষ পুরষ্কার ঘোষণা ● শ্রেষ্ঠ ১০ ঘোষণা ও পুরষ্কার প্রদান ● বিষয় ভিত্তিক পুরষ্কার প্রদান ● শ্রেষ্ঠ তিন নারী ও পুরুষ এবং তাদের অভিব্যক্তি	মোঃ জাকির হোসেন, কমলেশ বিশ্বাস, মিহির দত্ত ও তানিয়া নাহিদ
৪.৩০-৪.৪০	কর্মী সমাবেশ এর গান	উজির হোসেন ও তার দল

৪.৪০-৫.৩০	শ্রেষ্ঠ কর্মী ঘোষণা- নারী ও পুরুষ	মোঃ জাকির হোসেন
	শ্রেষ্ঠ কর্মীদের বরণ, রাখি বন্ধন, সার্টিফিকেট বিতরণ, ক্রেস্ট প্রদান, নগদ অর্থ প্রদান ও ছুটি অনুমোদন	প্রধান অতিথি, পরিচালক ও গত বছরের শ্রেষ্ঠ কর্মীবৃন্দ
৫.৩০-৬.০০	অতিথি ও উপস্থিতিদের অনুভূতি প্রকাশ	বিভিন্ন পর্যায়ের অংশগ্রহণকারী
৬.০০-৬.১৫	ঘোষণাপত্র ২০১৪-১৫ পাঠ	পরিচালক
৬.১৫-৬.৩০	সমাপনী (সভাপতি)	পরিচালক

সংযুক্তিঃ ২ গত বছরের প্রতিপাদ্য বিষয় ''সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা ও স্বাস্থ্য অভ্যাস নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দারিদ্রতা হ্রাস করা''
আলোচনা করেনঃ জনাব সিদ্দিকুর রহমান-পরামর্শক।

নিরাপদ ও পরিষ্কার পানি মানুষের বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য। সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা ও পর্যাপ্ত স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যসম্মতভাবে হাত ধোয়ার অনুশীলন সামগ্রিকভাবে মানব স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত জরুরী। রোগ এবং মৃত্যুর হার হ্রাস করণ বিশেষ করে শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস করণের জন্য পূর্বশর্ত। অপরদিকে টেকসই উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা ও স্বাস্থ্য অভ্যাস নিশ্চিতকরণ উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ। রোগ ও অপুষ্টির কারণে উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়, ব্যক্তির জীবনে নেমে আসে দারিদ্রতা। প্রতিটি মানুষের এবং বিশ্বের দারিদ্রতম প্রতিটি নাগরিকের নিরাপদ পানি ও পর্যাপ্ত স্যানিটেশন সুবিদা পাওয়া আমাদের প্রতিশ্রুতি, কিন্তু বিশ্বের ১.১ বিলিয়ন লোক নিরাপদ পানির অভাবে ভুগছে এবং ২.৪ বিলিয়ন লোক স্যানিটেশন সুবিধা থেকে বঞ্চিত যার কারণে স্বাস্থ্য হীনতা, কম আয়, দারিদ্রতা বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। মানব জীবনের যে পানি সংকট তার অনেকাংশে আমরাই দায়ী, আমাদের রয়েছে সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনার অভাব পাশাপাশি ত্রুটিপূর্ণ পানি ব্যবস্থাপনা। স্বাস্থ্য অভ্যাস নিশ্চিতকরণের জন্য রয়েছে পর্যাপ্ত স্যানিটেশনের ঘাটতি। এ দুটি-ই সমাজের উৎপাদনশীলতাকে হ্রাস করে এবং ভ্যালু চেইন অ্যাপ্রোচ কে ক্ষতিগ্রস্থ করে যা সমাজের দারিদ্রতা কে বাড়িয়ে টেকসই উন্নয়নে বাধার সৃষ্টি করে। অতএব সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা ও স্বাস্থ্য অভ্যাস নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দারিদ্রতা হ্রাস করাই টেকসই উন্নয়নের মূল কাজ। এই সকল বিষয়কে মাথায় রেখে সুশীলন গত বছর এই প্রতিপাদ্য বিষয় নির্বাচন করে এবং সমগ্র বছর জুড়ে সংস্থার কার্যক্রমে গুরুত্ব আরোপ করে।

সংযুক্তিঃ ৩ ২০১৪-১৫ প্রতিপাদ্য বিষয় ''ভ্যেলু চেইন এ্যাপ্রোচের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নে অবদান রাখা'' (Contribute to sustainable development through Value Chain approach.)

আলোচনা করেনঃ জনাব মোঃ রফিকুল হক- উপ-পরিচালক।

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ মানুষের জীবন-জীবিকা কৃষি ও কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদন/প্রক্রিয়াজাতকরনের উপর নির্ভরশীল। এ দেশের প্রায় ৫ কোটি মানুষ দরিদ্র এবং ১৮ শতাংশ হতদরিদ্র। আর প্রায় ৫০ শতাংশ লেবার কৃষি সেক্টরের সাথে সম্পৃক্ত। মূলত এদেশের আর্থনীতি কৃষি ভিত্তিক যার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন ফসল, শাক-সবজি, ফল-মূল, মৎস্য, প্রাণি ইত্যাদির উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরনের সকল পর্যয়ে লাগসই ও উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা।
এর গুরুত্ব অনুধাবন করে সুশীলন জন্মলগ্ন থেকে কৃষির উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবতনর সাথে অভিযোজন, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে আসছে। এ পর্যন্ত দাতা সংস্থার সহযোগীতায় মোট ১১ টি গবেষণা, পাইলটিং ও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। স্থাপন করেছে সমন্বিত কৃষি খামার তথা কৃষি সার্ভিস সেন্টার এবং গড়ে তোলা হয়েছে ইকো-ডেমো ফার্ম যেখানে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যৌথভাবে মাঠ পর্যায়ে গবেষণা পরিচালনা করা হচ্ছে যাতে চেষ্টা চলছে লবণ জল ও মাটি কিভাবে টেকসই উন্নয়নে কাজে লাগানো যায়। বর্তমানে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষি ও অকৃষি পণ্যের ভ্যেলু চেইনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষ করে উৎপাদন ও বাজারজাতকরনের সাথে সম্পৃক্তদের বিভিন্ন উন্নত প্রযুক্তি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, দক্ষতা উন্নয়ন, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও গবেষকদের সাথে যোগসূত্র স্থাপন, প্রায় ৪০০০ কৃষক দল/উৎপাদক দল গঠন, ফার্ম বিজনেস গ্রুপ, ফার্ম বিজনেস এ্যাডভাইজর, কালেকশন পয়েন্ট স্থাপন, বিভিন্ন প্রযুক্তির প্রদর্শনী, বিভিন্ন পর্যায়ের বাজারের সাথে যোগসূত্র স্থাপন, উৎপাদকের উৎপাদিত পণ্যে সঠিক মূল্য প্রাপ্তি ইত্যাদি বিষয়ক নানাবিধ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে।
বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নে অগ্রাধিকার সেক্টরগুলি হল - কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা, পানি সম্পদ, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা। বাংলাদেশে একদিকে যেমন অধিক জনসংখ্যা, অতিদারিদ্রতা, ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের সংকট এবং অন্যদিকে ফসল উৎপাদন, প্রাণি সম্পদ পালন, মৎস্য উৎপাদন ও বনায়নের সাথে সম্পৃক্ত সমস্যাসমুহ থাকা সত্ত্বেও জিডিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করে চলেছে। এ ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে চলতি দশকের মধ্যেই আমরা নিম্ন আয়ের দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নিত হওয়া সম্ভব। আর মধ্যম আয়ের দেশে পরিনত হলে উন্নয়ন খাতে বৈদেশিক সাহায্য কমে আশার পাশাপাশি বিশ্ব বাজারে আমাদের কৃষি ও অকৃষি পণ্য সহ প্রক্রিয়াজাত পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এক কঠিন প্রতিযোগিতার সম্মূখীন হতে হবে। এ ধরনের

কঠিন প্রতিযোগিতা তথা টেকসই উন্নয়ন কোন একক ব্যাক্তি বা প্রতিষ্টানের পক্ষে সম্ভব নয় বিধায় সরকারী, বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা, ব্যবসায়ী, ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান/কোম্পানী, ফোরাম/নেটওয়ার্ক এবং কমিউনিটির সমন্বিত উদ্যোগ অপরিহার্য।

উপরোক্ত বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে, আগামীতে এ সম্পর্কিত সেবা সমুহ আরো শক্তিশালী ও **টেকসই** করনের লক্ষ্যে - **"ভ্যেলু চেইন এ্যাপ্রোচের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নে অবদান রাখা"** - কে সুশীলন ২০১৪-১৫ সালের প্রতিপাদ্য নির্ধারন করেছে। এই প্রতিপাদ্যকে সফল করার লক্ষ্যে সুশীলন এখন থেকে নিম্নলিখিত উদ্যোগ সমুহ গ্রহন করবেঃ

১. দাতা সংস্থা ও সরকারী আর্থিক সহোযোগীতায় **ভ্যেলু চেইন এবং বাজার-উৎপাদক** যোগসূত্র স্থাপন সর্ম্পকিত প্রকল্প বাস্তবায়ন।
২. দরিদ্র মানুষ সরকারী খাস জলধার/ পুকুর /দিঘি ইত্যাদির লিজ পাওয়া ও যথাযথ ব্যবহারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা।
৩. উৎপাদক ও ক্ষুদ্র / মাঝারী উদ্দ্যোক্তাদের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্ঠির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা।
৪. সকল পর্যায়ে - **পরিকল্পনা, কর্মসূচী বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষন** - এ কমিউনিটি সহ সকল অংশীদারদের অংশগ্রহন নিশ্চিত করা।
৫. প্রাইভেট সেক্টরসমূহের সম্পৃক্তকরনের মাধ্যমে উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির টেকসই ব্যবস্থার প্রবর্তন।
৬. উৎপাদক ও সংশ্লিস্টদের স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের উদ্দ্যোগ নেয়া।
৭. ভ্যেলু চেইনের সকল পর্যায়ে সম্পৃক্ত এ্যাকটরদের দক্ষতা উন্নয়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা।
৮. উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরনে লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা।
৯. পন্য ভিত্তিক ভ্যেলু চেইনের বিভিন্ন পর্যায়ের এ্যাকটরদের নেটওয়ার্ক তৈরী করা এবং প্রয়োজনীয় সহযোগীতা প্রদান করা।
১০. ব্যাপক জন সচেতনতা সৃষ্টি করা। এ ব্যবস্থায় সুশীলন বিভিন্ন মিডিয়া যেমন রেড়িও,টিভি, পটগান, র‌্যালী, পোষ্টার, লিফলেট, দিবস উদযাপন মেলা ইত্যাদি ব্যবহার করবে।
১১. সরকার এবং বিভিন্ন দাতা সংস্থাকে উপকুলীয় অঞ্চলের দিকে বিশেষ নজর দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা।

আমরা বিশ্বাস করি দাতাগোষ্ঠী, সরকার, বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা এবং সুশীলন এর কর্মীবৃন্দের সমন্বিত প্রয়াসে উপরে উল্লেখিত উদ্যোগ সমুহের সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে **টেকসই উন্নয়ন** তথা দারিদ্রতা হ্রাসে ব্যাপক ইতিবাচক পরিবর্তন বয়ে আনবে।

সংযুক্তিঃ ৪ ‘‘সুশীলন নিয়ে উন্নয়ন ভাবনা, করণীয় ও নির্দেশনা নিয়ে কিছু প্রাসঙ্গিক কথা”

আলোচনা করেনঃমোস্তফা নূরুজ্জামান- পরিচালক, সুশীলন বিস্তারিত আলোচনা করেন।

সুশীলন নিয়ে উন্নয়ন ভাবনা, করণীয় ও নির্দেশনা নিয়ে কিছু প্রাসঙ্গিক কথা

সারকথাঃ

সাতক্ষীরা জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার বেনাদোনা ও পানিয়া গ্রামের কিছু তরুণ মোস্তফা নূরুজ্জামানের নেতৃত্বে ১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসের দিকে সুশীলন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করে। একই বছর জুন-জুলাই মাসে মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম শুরুর প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়, শুরু হয় টেবিলের উপর ভর করে সেচ্ছাসেবক কর্মী প্রশিক্ষণ। অবশেষে নভেম্বর মাস থেকে কৃষ্ণনগর ইউনিয়নে আনুষ্ঠানিকভাবে দরিদ্র মানুষের উন্নয়নে দল গঠনের জন্য সম্ভাব্য নেতাদের ওরিয়েন্টেশনের মাধ্যমে সুশীলন-এর যাত্রা শুরু হয়। এই কার্যক্রম সুশীলন প্রতিষ্টার ক্ষেত্রে এবং উন্নয়নের পথে একটি মাইল ফলক।

বেনাদোনা গ্রামটি কৃষ্ণনগর ইউনিয়ন এবং কালীগঞ্জ উপজেলা সদর থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত, যা শ্যামনগর উপজেলার সীমান্তকে স্পর্শ করেছে। ১৯৯১ সালে এখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিলো, বর্ষাকালে হাঁটু কাদার জন্য উপজেলা সদর থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন থাকতো। এখানকার মানুষের আধুনিক চিন্তার সাথে কোন সম্পর্ক ছিলো না। তৎকালিন সময়ে কালীগঞ্জ উপজেলার মধ্যে কৃষ্ণনগর ইউনিয়ন ছিলো সবদিক থেকে এক অনগ্রসর ইউনিয়ন।

সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া ইউনিয়নকে কেন্দ্র করে সুশীলন-এর স্বাপ্নীকরা ব্রত গ্রহণ করলো, দেশের হয়ে উঠবে। এই দরিদ্রক্লিষ্ট, অন্ধকারাচ্ছন্ন, স্বপ্নহীন, উদ্যোগহীন, দায়িত্বহীন, নেতৃত্বহীন সমাজকে একটি জাগতিক সমাজে রূপান্তরিত করবে। যার মাধ্যমে দেশের মানুষ ‘মানুষ’ হয়ে উঠবে; ফলে দেশ হবে সম্মানের। পরবর্তিতে কালীগঞ্জ ও শ্যামনগর উপজেলা হবে সুশীলন-এর পরীক্ষাক্ষেত্র, আর সেই জ্ঞান ছড়িয়ে দেবে সমগ্র দেশ তথা পৃথিবীতে।

এমন একটি কাজ সম্পাদনের জন্য চাই উদ্দীপ্ত মানুষ, যার মধ্যে দেশকে নিয়ে বেদনা থাকবে, সেই বেদনা তার মধ্যে; নিজের জীবন দিয়ে অন্যের জীবনের পরিবর্তন আনার প্রেষণা তৈরী করবে, সেই প্রেষণা তাকে উন্মাদনা এনে দেবে এবং এই প্রক্রিয়া তাকে ধীরে ধীরে দেশকে চিনতে সাহায্য করবে, সেখান থেকে সে ধীরে ধীরে ‘আমি’ হবে; সেই আমি তাকে ‘আমরা’তে রূপান্তরিত করবে। শুধু সেই মানুষ হবে দেশের জন্য অর্থাৎ উদ্দীপ্ত/উৎসর্গিত মানুষ। এই প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ হলো–সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং সেবাপরায়ন মনেবৃত্তি (মিশনারী জিল)।

আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে সব কিছুই আরোপিত। আরোপিত সংস্কৃতি দিয়ে উন্নয়ন সম্ভব নয়। উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন নিজস্বতার। সেকারণে স্বাধীনতার প্রায় চার দশক পার করেও আমরা কোনকিছুই যেন সমাপ্ত করতে পারিনি। যে কৃষক-শ্রমিক ও হত-দরিদ্র মানুষ অনেক স্বপ্ন নিয়ে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করে, দেশ স্বাধীন করে,

আবার নিজের কাজে ফিরে অপেক্ষা করছে; রাষ্ট্র তাদের মানুষ হিসেবে বাঁচার ব্যবস্থা করবে, তাদের নুন্যতম চাহিদা পূরণ করবে। কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালকরা তাদের আশা পূরণ করতে পারেনি। রাষ্ট্রের সেই আরাধ্য কাজে অভিনবত্ব দিয়ে সুশীলন সরকারকে সহযোগিতা করতে চায়।

উপরোক্ত কাজ খুব কঠিন ও ত্যাগের। কোন দেশের উন্নয়নে কোন না কোন জেনারেশনকে ত্যাগ করতে হয়। সুশীলন সেই ত্যাগী মানুষ সৃষ্টির প্রক্রিয়া (প্রসেস) তৈরী করতে চায়। সাথে সাথে প্রাথমিকভাবে দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলের ভয়াবহ সমস্যা সমাধানে সংগঠন নির্মাণ, নেতৃত্বের বিকাশ সর্বোপরি জনগণকে সচেতন করে, জনগণকে সঙ্গে নিয়ে, জনগণের দ্বারা সমস্যা সমাধান করতে চায়।

সুশীলন যে স্বপ্ন দেখে তার সফল বাস্তবায়নের জন্য দরকার একটি সময় উপযোগী, কার্যকরী, দক্ষ, ডায়নামিক নেতৃত্ব সম্বলিত সংগঠন। এই ধরনের সংগঠন গড়ে তোলার একমাত্র উপায় নির্দিষ্ট লক্ষ্যে অবিরাম চেষ্টা। সেই চেষ্টাকে সহযোগিতা করতে একটি দূরদর্শি সংবিধান রচনার চেষ্টা করা হলো, যা আগামী দিনে সুশীলনকে পথ চলতে পথ দেখাবে।

সুশীলন প্রথম থেকে একটি সংবিধান সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হওয়ার মাধ্যমে এবং সমাজ সেবা অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদনের দ্বারা সংস্থা পরিচালিত হয়ে আসছিল। কিন্তু প্রায় ১৫ বছর হতে চলল এ সময়ে উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে সাথে সাথে সুশীলনের বাস্তব কাজের অভিজ্ঞতায় এবং চিন্তার ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে যা বর্তমান সংবিধান দ্বারা আর বর্তমান সময়ের উপযোগী করে সংস্থা পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। সাধারণ সদস্যদের আকাঙ্ক্ষায় এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের উদ্যোগে বর্তমান সংবিধানের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন না করে নতুন ভাবে লেখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তার আলোকে একটি খসড়া সংবিধান প্রস্তুত করা হয় যা সাধারণ পরিষদের ১৭ ফেব্রুয়ারী ২০০৬ তারিখের ৩৬ তম সভায় সর্ব সম্মতিক্রমে নতুন সংবিধান গৃহীত হয় যা সরকারের রেজিষ্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হলে বর্তমান সংবিধান বাতিল হবে এবং অনুমোদিত সংবিধান অনুসারে সংস্থা পরিচালিত হবে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে উন্নয়ন সংস্থাগুলির সঙ্কাটপন্ন অবস্থাঃ

সংবিধানঃ

সংস্থার প্রতিষ্ঠালগ্নে সংবিধান রচিত হয় এবং সেই সংবিধান দ্বারা ২০০৬ সাল পর্যন্ত পরিচালিত হয়। ১৭ ফেব্রুয়ারী ২০০৬ তারিখের ৩৬ তম সাধারণ সভায় সর্ব সম্মতিক্রমে নতুন সংবিধান গৃহীত হয় সেই সংবিধানের উপর ভিত্তি করে সময়ের প্রয়োজনে বিগত ৪ এপ্রিল, ২০১৪ তারিখে ৪৫ তম সাধারণ সভায় সর্ব সম্মতিক্রমে সংবিধান সংশোধন অনুমোদিত হয়।

সংস্থার মূল দর্শনঃ

মানুষ অসীম সম্ভবনার আধার; সেই সম্ভাবনার বিকাশ ঘটানো এবং মানুষের সেই অর্জন মানুষের কল্যাণে কাজে লাগানো।

সংস্থার মূলনীতি ঃ

১. সাম্য ও নিরপেক্ষতা

২. জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ

৩. পিছিয়ে পড়া, ক্ষতিগ্রস্থ ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণ

৪. গণতান্ত্রিক চর্চা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা

৫. পরবর্তি প্রজন্মের জন্য নিরাপদ আবাসভূমি তৈরি করা

মৌলিক মূল্যবোধঃ

১. সুশীলন লোকায়ত জ্ঞানের প্রতি আস্থাশীল ও মানুষের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণে বিশ্বাসী

২. সুশীলন জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, সামাজিক মর্যাদা ও বয়স নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকারে বিশ্বাসী

৩. সুশীলন তার উদ্দীষ্ট জনগোষ্ঠী তথা বৃহত্তর সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ

৪. সুশীলন সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা ও সেবা পরায়ন মনোবৃত্তি থেকে মানসম্পন্ন সেবা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

৫. সুশীলন একটি পরিবার এবং এর আদর্শের মধ্যে থেকে প্রত্যেকে নিজের মত করে স্বাধীনতা উপভোগ করবে

৬. সুশীলন সমাজের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া, ক্ষতিগ্রস্থ ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নকে প্রধান কর্তব্য বলে মনে করে।

ভিশনঃ

পূর্বের ভিশনঃ
সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ উপযোগী সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

বর্তমান ভিশনঃ
A Congenial Society for Economic and Socio-Cultural Development

মিশনঃ

পূর্বের মিশনঃ

সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সুযোগ সৃষ্টি ও সক্ষমতা বিকাশের মাধ্যমে স্থায়ীত্বশীল সম্পদ ব্যবস্থাপনা, জীবন-জীবিকার নিশ্চয়তা, জলবায়ূ পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবাধিকার ও

বর্তমান মিশনঃ

To Create Opportunity and Enable the Society especially Underprivileged / Socially Excluded Community

কর্মকৌশলঃ

পূর্বের কর্মকৌশলঃ

- বাংলাদেশের ঝুকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী বিশেষ করে উপকূল, নদী-তীরবর্তী, জলাভূমি অঞ্চল এবং পার্বত্য অঞ্চলের ঝুকিপূর্ণ জনগোষ্ঠির জীবনযাত্রার উন্নয়ন।
- মানবাধিকার ও সুশাসন নিশ্চিতকরণ।
- ঝুকিপূর্ণ পরিবেশ অঞ্চলে স্থায়ীত্বশীল প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনা।
- দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস।
- জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নেয়া এবং তার প্রভাব হ্রাস করা।
- জন সংগঠন ও নেতৃত্বের উন্নয়ন।
- বাংলাদেশের ঝুকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীগুলিকে সেবা দেয়ার জন্য সুশীলনকে একটি কার্যকরী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা।
- জেন্ডার এবং সমতা, এইচ.আই.ভি/এইডস, ক্ষমতায়ণ এবং স্থায়ীত্বশীলতা ক্রস কাটিং ইস্যু হিসেবে বিবেচিত করা।

বর্তমান কর্মকৌশলঃ

1. **Improve Livelihoods of Rural and Urban People with Special Attention to Coast, Riverbank, Wetlands and Hill Tracks**
2. **Improve Education & Health Condition of Vulnerable People**
3. **Climate Change and Disaster Management**
4. **Focus on Human Rights and Good Governance**
5. **Sustainable Environmental Resources Management Especially in Eco-sensitive Areas**
6. **Value Chain and Market Linkage Development**
7. **Develop People's Organization and Leadership**

বাস্তবায়ন পদ্ধতিঃ

ক। গনতান্ত্রিক পদ্ধতি

খ। অংশগ্রহনমূলক পদ্ধতি

অ্যাপ্রোচঃ

পূর্বের অ্যাপ্রোচঃ

- স্থায়ীত্বশীলতা,
- অঙ্গসংগঠন তৈরী,
- সহযোগী সংগঠন তৈরী,
- পার্টনারশীপ-কোলাবরেশন-নেটওয়ার্কিং,
- তৃণমূলে সুশীল সমাজ শক্তিশালীকরণ,
- তৃণমূলে গনতন্ত্রের চর্চা,
- জেন্ডার মেইনস্ট্রিমিং,
- বিকেন্দ্রীকরণ,
- রাইট বেইজড,
- কমিউনিটি বেইজড রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট,
- অংশগ্রহনমূলক উন্নয়ন,
- দরিদ্র জনগনের স্বার্থের অনুকূল,
- ইন্ডিজেনাস নলেজ বেইজড ডেভেলপমেন্ট
- জলবায় পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো।

বর্তমান অ্যাপ্রোচঃ

- **Participatory Development**
- **Collaboration, Partnership and Networking With National and International Development Organizations**
- **Community Based Resource Management.**
- **Indigenous Knowledge Based Development**
- **Right Based**
- **Grass Root Democratization**
- **Decentralization**
- **Gender Mainstreaming**

উন্নয়ন সহযোগীঃ

পূর্বের উন্নয়ন সহযোগীঃ	বর্তমান উন্নয়ন সহযোগীঃ
• জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠী • দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠী • পরিবেশ সংবেদনশীল জনগোষ্ঠী; • দুঃস্থ নারী (তালাকপ্রাপ্তা, বিধবা, চিংড়ি পোনা সংগ্রহকারী, পরিত্যাক্তা, নারী প্রধান পরিবার, বাঘের হামলায় নিহত পরিবার ইত্যাদি); • প্রান্তিক ও ভূমিহীন কৃষক; • মৌয়াল (মধু সংগ্রহকারী), বাওয়ালী (কাঠ সংগ্রহকারী) এবং জেলে সম্প্রদায় (সুন্দরবনের উপর নির্ভরশীল); • প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী; • আদিবাসী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত জনগোষ্ঠী; • যুব সমাজ ও কিশোর-কিশোরী; • নারী ও শিশু; • সুশীল সমাজ; • রিসার্স ইনিস্টিটিউট ও বিশ্ববিদ্যালয়; • স্থানীয় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ, ক্লাব, সিবিও ও এনজিও • সরকারের বিভিন্ন সেক্টর; • দাতা সংস্থা; ও • স্থানীয় সরকার	• **Climate Change Induced Affected Communities** • **Disaster Induced Affected Comunities** • **Distressed Women (Divorced, Widow , Shrimp Fries Collectors, Derelict Women, Women Headed Family)** • **Marginal And Landless Farmers** • **Honey Collector, Wood Collector, Fishing Communities (*Shundarbans* Dependent)** • **Untouched Community** • **Youth Society And Teenagers** • **Women And Children** • **Research Institute And Universities** • **Locally Elected Legislative Body, Club, NGOs** • **Various Sectors Of**

সুশীলন একটি উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে কাজ করে এবং তার প্রধান কাজ হল আমাদের মত দরিদ্র দেশের সরকারের পক্ষে যে কাজ বা যে সেবা তা নাগরিককে দিতে পারছে না, সেই সেবা প্রদানে সহযোগিতা করা। সরকারের প্রথম

জনসংগঠন নিয়ে ভাবনা ও করণীয়ঃ

সুসমাজ ঃ তৃনমূল পর্যায়ে উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় মানুষের মনোনীত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত সেচ্ছাসেবী সংগঠন। সংগঠনটিতে ৪ ধরনের কমিটি থাকবে যেমন সুসমাজ ওয়ার্ড কমিটি, ইউনিয়ন কমিটি, উপজেলা কমিটি এবং জেলা কমিটি।

শুভশক্তি ঃ স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় যুবকদের সমন্বয়ে গঠিত সেচ্ছাসেবী সংগঠন। সংগঠনটিতে ৩ ধরনের কমিটি থাকবে যেমন ওয়ার্ড এবং উপজেলা কমিটি ।

স্বাধীকার ঃ স্থানীয় পর্যায়ে নারীদের উন্নয়নের লক্ষ্যে নারীদের দ্বারা পরিচালিত সেচ্ছাসেবী সংগঠন। নারীরাও সুসমাজের সদস্য তবু নারীরা সমাজে পিছিয়ে আছে এবং তাদেরকে আলাদা ভাবে সুযোগ সৃষ্টি করতে না পারলে সমাজে নেতৃত্ব প্রদানে অংশ গ্রহন করানো সম্ভব হচ্ছে না।

এই উদ্দেশ্যকে সামনে দিয়ে নারীদের সংগঠন স্বাধীকার গড়ে তোলা হয়। এই সংগঠন ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত গড়ে তোলা হয়েছে।

শুভসকাল ঃ স্থানীয় পর্যায়ে নিজেদের উন্নয়নে নিজেদের অংশগ্রহনের মাধ্যমে ক্ষমতায়নও অর্থনেতিক মুক্তি অর্জনে দরিদ্র ও হতদরিদ্রদের দ্বারা নিজেদের ইচ্ছায় গঠিত সংগঠন। সংগঠনের দল হবে ৪ ধরনের যেমন, ১) অতি দরিদ্র; ২) সাধারনও দরিদ্র; ৩) প্রান্তিক চাষী / মিশ্রদল এবং ৪) ব্যবসায়ী। সংগঠনটি ইউনিয়ন ও উপজেলা স্তরেও বিস্তৃত থাকবে।

সুসময় ঃ স্থানীয় পর্যায়ে কৃষির বিস্তার ঘটানো, প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে স্থানীয় কৃষকদের সমন্বয়ে ঘটিত কৃষক সংগঠন। ৪ টি স্তরে এই সংগঠনটি বিস্তৃত যেমন গ্রাম , ওয়ার্ড , ইউনিয়ন ও উপজেলা সুসময় কৃষক সংগঠন।

স্বউন্নয়ন ঃ স্থানীয় পর্যায় সুপেয় পানীর আহরণ,ব্যবহার,রক্ষনাবেক্ষন ও ব্যক্তিগত পরিস্কার পরিচ্ছনতা বিষয়ে নারীদের নিয়ে গঠিত সংগঠন যার কমিটি সমূহ জেলা পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত আছে।

সুদিন ঃ জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রাকৃতিক দূর্যোগ প্রতিরোধ ও প্রশমন মোকাবেলায় সহনশীল সমাজ গঠনে তৃণমূল পর্যায়ের প্রত্যেক পরিবার থেকে ১ জন করে সদস্য নিয়ে সুদিন গঠিত যেখানে নারীদের অন্তর্ভূক্তিকরণ ৬০-৭০%। সংগঠনের গ্রাম পর্যায়ে গঠিত কার্যকরী কমিটির সদস্য সংখ্যা ১৫ থেকে ১৭ জন যার ইউনিয় পর্যায়ে ও একটি কমিটি রয়েছে

সিআইজি ঃ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় ইউনিয়ন পরিষদে জনগনের অংশ গ্রহন এবং সচ্ছতা নিশ্চিত করনের জন্য সর্বস্তরের সেচ্ছাসেবী মানুষের সমন্বয়ে ইউনিয়ন/ পৌরসভার একটি সহায়ক সংগঠন;সংগঠনটি ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা নিজ উদ্যোগে তৈরি করেছেন। সংগঠনটিতে ৯০ সদস্য বিশিষ্ট একটি সাধারন কমিটি এবং ২৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাহী কমিটি রয়েছে।

দাতা সংস্থাঃ

সুশীলনকে প্রথম অর্থ প্রদান করে আইভিএস ১৯৯২ সালে। দ্বিতীয় ছিল এনজিও ফোরাম। যার দ্বারা সুশীলন কৃষ্ণনগরে প্রথম একটি ভিলেজ স্যানিটেশন সেন্টার গড়ে তোলে ১৯৯২ সালে। আজ অবধি বর্তমান বিশ্বের অনেক বড় বড় দাতা সংস্থা সাহায্য দিয়েছে কিন্তু বাজেট অনেক অল্প কারন সুশীলন ছোট থেকে বড় হতে শিখেছে একবারে বড় বাজেটের কাজ সুশীলনও করতে চাইত না কারন সংস্থা তখন সেই সক্ষমতা অর্জন করিনি তখন কিন্তু সংস্থা আজ প্রস্তুত বড় বাজেটের কাজ করতে। অদ্যবধি সুশীলন ৮৩ টা দাতা সংস্থার কাছ থেকে টাকা পেয়েছে। সংস্থা বর্তমানে সরকারী-বেসরকারী মিলে ৩৮ টা ডোনারের ৫৬ টা প্রকল্প বাস্তবায়িত করছে দেশের ১৮ টি জেলায়। অতীতেও সরকারী বেসরকারী মিলে ৪৫ টা ডোনারের ১৭৩ টা প্রকল্প শেষ করেছে যার মধ্যে ৮টা প্রকল্প বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রানালয়ের ফান্ড। বর্তমানে ৩৮টি ডোনারের মধ্যে "সেফ দ্যা চিল্ড্রেন" ও "হেলভেটাস" হচ্ছে নতুন ডোনার পূর্বে কখনো এই দুই দাতা সংস্থার সাথে কাজ করা হয়নি।

বাজেট সংক্রান্ত তথ্যঃ

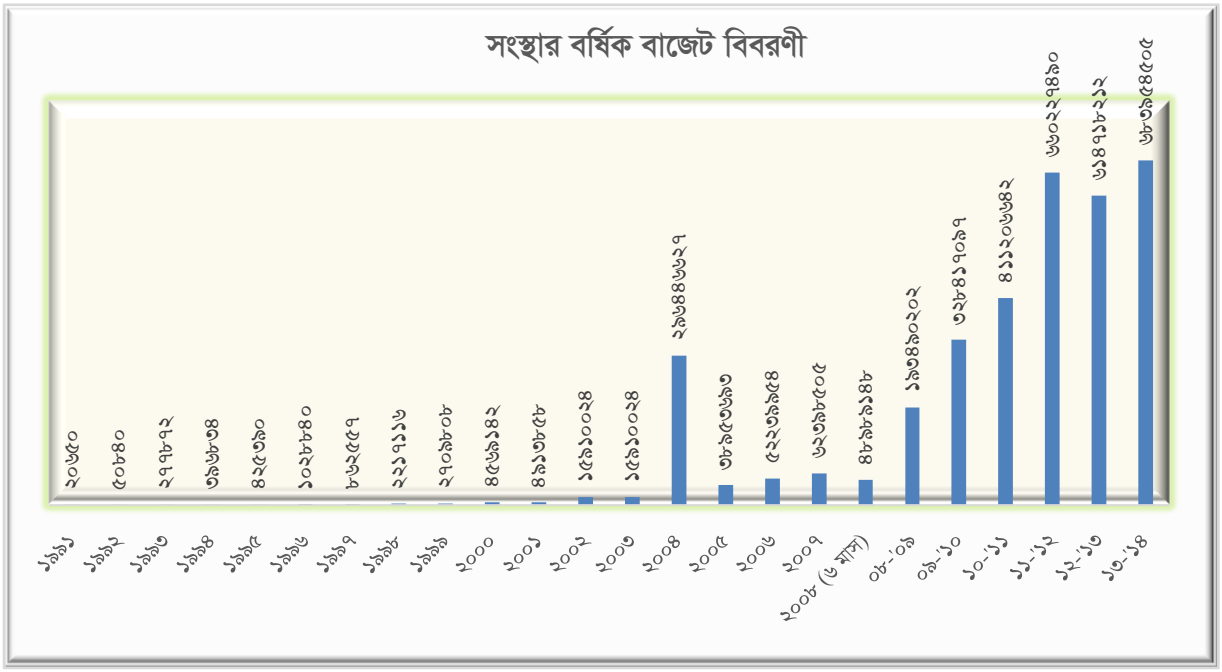

কর্মএলাকাঃ

যেহেতু সুশীলনের জন্ম বাংলাদেশের দক্ষিনপশ্চিম অঞ্চলের সাতক্ষীরা জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার কৃষ্ণনগর ইউনিয়নে জন্ম সেহেতু তার কর্ম এলাকার প্রসার সাতক্ষীরা জেলাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু উপকূলীয় অঞ্চল, চর, হাওড় ও পাহাড়ী অঞ্চলে কাজ করতে চায় এবং নিজেকে উপকূলীয় অঞ্চলের একটি প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন হিসেবে বিকশিত করতে চায়। কর্ম এলাকার বিস্তার নির্ভর করে প্রকল্পটি কোথায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হলে কর্মএলাকাও অতীত হয়ে যায় যদিনা সেখানে অন্য কোন প্রকল্প চলমান থাকে। ৭টি বিভাগেই কম বেশী কিছু না কিছু কাজ করার সুযোগ হয়েছে। কেবলমাত্র ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম শুধুমাত্র সাতক্ষীরা জেলায় আছে তাও স্বল্প পরিসরে। বাংলাদেশের ৬৪ টা জেলার মধ্যে ৩২ টা জেলায় প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তার মধ্যে ১৫ টি জেলা অতীত হয়ে গেছে এবং ১৮ টি জেলায় প্রকল্প চলমান আছে। বর্তমানে কর্মরত ১৮ টি জেলা হচ্ছে; সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, যশোর, বরগুনা, ভোলা, পটুয়াখালী, রাজশাহী, নওগাঁ, নোয়াখালী, কক্সবাজার, চট্রগ্রাম, কুমিল্লা, নড়াইল ও পিরোজপুর, গোপালগঞ্জ, ঢাকা ও চাঁদপুর। ২০১৩-১৪ সালে নতুন ১৬টি উপজেলা মীরসরাই, সাপাহার, দমোইরহাট, মহাদেবপুর, নন্দ, বাদলগাছি, বাউফল, চরঘাট, বাঘা, পাবা, অভয়নগর, দিঘলিয়া, ফুলতলা, কেরানীগঞ্জ, কক্সবাজার সদর, কুতুবদিয়া উপজেলা যোগ হয়েছে এবং ৩টা জেলা নতুন যোগ হয়েছে যেমন; ঢাকা, গোপালগঞ্জ, ও চাঁদপুর। সুশীলন শুরু থেকে বর্তমান অতীত মিলে কর্মএলাকা এপর্যন্ত ৭টি বিভাগ, ৩২টি জেলা, ১৬৪টি উপজেলা এবং ৬১১টি ইউনিয়নে প্রসার করতে পেরেছে।

কর্মীঃ

জুন ২০১৪ পর্যন্ত কর্মীর সংখ্যাচিত্র

কর্মীর ধরন	পুরুষ	নারী	মোট
পূর্ণকালীন কর্মী	৪৮৪	১৭৩	৬৫৭
স্বেচ্ছাসেবী	১	৯৯৮	৯৯৯
সর্বমোট	৪৮৫	১১৭১	১৬৫৬

কর্মসূচীঃ

পূর্বের কর্মসূচীঃ

১. বঞ্চিত দরিদ্র মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন
২. স্থায়ীত্বশীল প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা
৩. শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ও পুষ্টি
৪. মানবাধিকার ও সুশাসন
৫. স্থায়ীত্বশীল জনসংগঠন

বর্তমান কর্মসূচীঃ

1. **Socio Economic Development**
2. **Education and Health & Nutrition**
3. **Disaster, Climate Change and Environmental Resources Management**
4. **Human Rights and Good Governance**
5. **Sustainable People's Organization**

কর্মী প্রশিক্ষন

সংস্থার নীতিমালা (পলিসি) সমূহঃ

কর্মী গাইডলাইনঃ

সেল সমূহঃ

সংস্থার সিদ্ধান্তগ্রহণ পদ্ধতিঃ

- সাধারণ পরিষদের সভা
- কার্য নির্বাহী পরিষদের সভা
- শীর্ষ ব্যবস্থাপনা সভা
- কৌশলগত বাস্তবায়ন গ্রুপ সভা
- কর্মসূচী উন্নয়ন ফোরাম সভা
- সাধারণ ব্যবস্থাপনা সভা
- সেল সমূহের সভা
- প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সভা
- প্রকল্প সমন্বয় সভা
- প্রজেক্ট প্রোগ্রেস শেয়ারিং মিটিং
- সেন্টার ব্যবস্থাপনা সভা
- অফিস ব্যবস্থাপনা সভা

ওয়েবসাইট

সংস্থার মূল্যায়ন

সুশীলন প্রতিপাদ্য বিষয়ঃ

- ২০০৬ ঃ ওনারশীপ প্রদানের মাধ্যমে সংগঠন উন্নয়ন
- ২০০৭ ঃ ইউনিয়ন পরিষদ হোক স্থানীয় উন্নয়নের কেন্দ্র বিন্দু
- ২০০৮-০৯ ঃ পারস্পরিক শিখনের মাধ্যমে স্থায়ীত্বশীল সংগঠন উন্নয়ন ও দূর্যোগ ব্যবস্থা ২০০৯-১০ ঃ জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি প্রশমনে জন অংশগ্রহণ ও অভিযোজন অত্যাবশ্যক
- ২০১০-১১ ঃ খাদ্য নিরাপত্তা ও উপর্কুলীয় কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ।
- ২০১১-১২ ঃ সুন্দরবনকে বাঁচান এবং নিজেদের জীবনকে নিরাপদ করুন।
- ২০১২-১৩ ঃ পুষ্টির অভাব দুর করি, মা ও শিশুকে সুস্থ রাখি।
- ২০১৩-১৪ ঃ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা ও স্বাস্থ্য অভ্যাস নিশ্চিতকরনের মাধ্যমে দারিদ্রতা হ্রাস।

ঘোষণাপত্রঃ

অফিস সমূহঃ

বর্তমানে সুশীলনের ৪৭টি অফিস রয়েছে। খুলনায় অবস্থিত অফিসটাই হচ্ছে হেড অফিস হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে যার ঠিকানা হচ্ছে **১৫৫, জলিল সরনী, রায়েরমহল, বয়রা, খুলনা। মেইন লিয়াজোঁ অফিসের ঠিকানা;** বাসা নং-৬১৪, রোড নং-১২, বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি, আদাবর, ঢাকা, বাংলাদেশ, যোগাযোগঃ **মোস্তফা বকুলুজ্জামান,** মোবাইল ০১৭১২ ৮০১ ২১৬। খুলনা বিভাগে মোট অফিস ২৩টি, বরিশাল বিভাগে অফিস ১৫টি, রাজশাহী বিভাগে ১টি, রংপুর বিভাগে ১টি, চট্রগ্রাম বিভাগে ৩টি এবং ঢাকা বিভাগে ২টি।

প্রকল্প সর্ম্পকিত তথ্যঃ

সুশীলন ১৯৯৩ সাল থেকে প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করেছিল, নভেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত প্রকল্পের স্টাটাস------

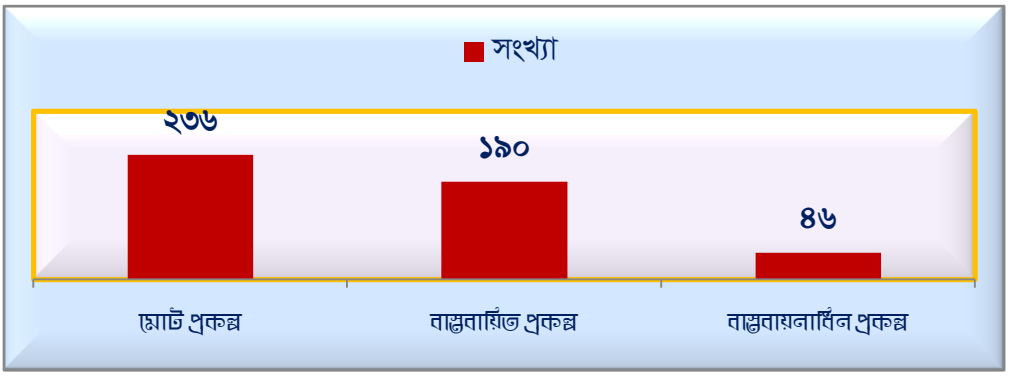

কিছু অর্জনঃ

১। কর্মএলাকার ক্ষেত্রে ১টি গ্রাম থেকে এখন সর্বমোট ০৭ টি বিভাগ ৩২ টি জেলা, ১৬৪ টি উপজেলা, ৬১১ টি ইউনিয়ন কার্যক্রম পৌঁছে গেছে।

২। কর্মী ছিল সাতজন এখন প্রায় ১৬৫৫ জন কর্মী কাজ করছে।

৩। বর্তমানে সাব অফিস ৪৫টি, ১টি লিয়াঁজো অফিস ও প্রধান কার্যালয় সহ মোট ৪৭টি অফিস আছে।

৪। বর্তমানে প্রশিক্ষণ সেল, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সেল, অভ্যন্তরীন নীরিক্ষন সেল, ফিন্যান্স সেল, মানব সম্পদ উন্নয়ন সেল, মনিটরিং এ্যন্ড ইভ্যালুয়েশন সেল, জেন্ডার সেল, ফান্ড রেইজিং এন্ড পাবলিক রিলেশন সেল, রিসার্স এ্যন্ড এ্যডভোকেসী সেল ও এ্যডমিন, লজিষ্টিক এ্যন্ড প্রোকিওরমেন্ট সেল তৈরী করা সম্ভব হয়েছে।

৫। সুন্দরবনের প্রান্তসীমায় যেখান থেকে সুন্দরবন দেখা যায় সেখানে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র টাইগার পয়েন্ট গড়ে তোলা হচ্ছে।

৬। অনেক ধরনের কর্মীর সমন্বয় ঘটাতে শুরু করেছে যেমন ঃ সাধারণ, কৃষি, মৎস্য, ইঞ্জিনিয়ার, প্লানার ইত্যাদি।

৭। ধীরে ধীরে একটা নিজস্ব সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে যেমন সুশীলন দিবস, নববর্ষ ও পিকনিক।

৮। প্রথম থেকে সুশীলন লোক সংস্কৃতির দল দিয়ে উন্নয়ন কর্মকান্ডে তথ্য প্রদান শুরু করে। এতদিন পর নানা পথ পরিক্রমায় আজ ধীরে ধীরে একটি নিজস্ব ভঙ্গিতে অনুষ্ঠান পরিচালনার ক্ষমতা অর্জন করেছে।

৯। মানুষকে সচেতন করার ক্ষেত্রে সুশীলন সব ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে। প্রায় নিয়মিত প্রকাশনা, ব্যাঘ্রতট, বিভিন্ন ইস্যু ভিত্তিক প্রকাশনা ছাড়াও সুশীলন প্রচারের নানা ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করেছে।এভাবে সুশীলন একটি বিন্দু থেকে ধীরে ধীরে একটি সংগঠন হিসেবে সিন্ধুর দিকে অগ্রসর হচ্ছে যা পরবর্তীতে আরও জোরদার করা সম্ভব হবে।

সংযুক্তিঃ ৫ এ পর্যন্ত নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ নারী ও পুরুষ কর্মী

২০০৩ সালের শ্রেষ্ঠ নারী ও পুরুষ কর্মী

নাম: কান্তা রাণী মন্ডল
অব্যাহতি নিয়েছেন

নাম: আবুল হোসেন
অব্যাহতি নিয়েছেন

২০০৪ সালের শ্রেষ্ঠ নারী ও পুরুষ কর্মী

নাম: ফরিদা ইয়াসমিন
অব্যাহতি নিয়েছেন

নাম: আব্দুল আলিম
বর্তমান পদবী: জেলা সমন্বয়কারী
বর্তমান প্রকল্প: MYCNSIA

২০০৫ সালের শ্রেষ্ঠ নারী ও পুরুষ কর্মী

নাম: ফরিদা পারভীন লিজা
বর্তমান পদবী: কালচারাল এ্যানিমেটর
বর্তমান প্রকল্প: সাংস্কৃতিক টিম

নাম: শেখ হাছানুজ্জামান
বর্তমান পদবী: সহকারী পরিচালক

২০০৬ সালের শ্রেষ্ঠ নারী ও পুরুষ কর্মী

নাম: কামরুন নাহার
অব্যাহতি নিয়েছেনবর্তমান

নাম: উজির হোসেন
পদবী: সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার-(কালচারাল)
বর্তমান প্রকল্প: সাংস্কৃতিক টিম

২০০৭-০৮ সালের শ্রেষ্ঠ নারী ও পুরুষ কর্মী

নাম: আনোয়ারা খানম
বর্তমান পদবী: প্রকল্প সমন্বয়কারী
বর্তমান প্রকল্প: **SMILING**

নাম: শিরিনা আক্তার
বর্তমান পদবী: জেলা সমন্বয়কারী

নাম: সচ্চিদানন্দ বিশ্বাস
বর্তমান পদবী: সহকারী পরিচালক

২০০৮-০৯ সালের শ্রেষ্ঠ নারী ও পুরুষ কর্মী

নাম: শাহিনা পারভীন এ্যানি
বর্তমান পদবী: প্রধান, প্রশিক্ষণ সেল

নাম: রুহুল আমিন মোল্লা
বর্তমান পদবী: প্রধান- ফিন্যান্স সেল

২০০৯-১০ সালের শ্রেষ্ঠ নারী ও পুরুষ কর্মী

নাম: দিপালী বিশ্বাস
বর্তমান পদবী: প্রোগ্রাম অফিসার
বর্তমান প্রকল্প: এম আর প্লাস

নাম: মোস্তফা বকুলুজ্জামান
বর্তমান পদবী: প্রধান, রিসার্স, ফান্ড রেইজিং এ্যন্ড পাবলিক রিলেশন

২০১০-১১ সালের শ্রেষ্ঠ নারী ও পুরুষ কর্মী

নাম: শাহেদা খাতুন ডালিম
বর্তমান পদবী: সহকারী প্রকল্প সমন্বয়কারী
বর্তমান প্রকল্প: এস ডি এল জি

নাম: মো: শহিদুল ইসলাম
বর্তমান পদবী: সিনিয়র মনিটরিং অফিসার
প্রকল্প: **MaNaR**

২০১১-১২ সালের শ্রেষ্ঠ নারী ও পুরুষ কর্মী

নাম: তানিয়া নাহিদ
পদবী: সিনিয়র এ্যডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার

নাম: মহানামব্রত দাস (লিটন)
পদবী: সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার-রিসার্চ এন্ড ফান্ড রেইজিং

২০১২-১৩ সালের শ্রেষ্ঠ নারী ও পুরুষ কর্মী

নামঃ নাহিদ সুলতানা
পদবীঃ প্রোগ্রাম অফিসার, এস.ডি.এল.জি. প্রকল্প

নামঃ কমলেশ বিশ্বাস
পদবীঃ সিনিয়র প্রোকিওরমেন্ট এন্ড লজিষ্টিক অফিসার

২০১৩-১৪ সালের শ্রেষ্ঠ নারী ও পুরুষ কর্মী

নামঃ শাহিনা পারভিন
পদবীঃ ইনচার্জ- এইচ আর সেল

নামঃ জি এম মনিরুজ্জামান
পদবীঃ জেলা সমন্বয়কারী, সাতক্ষীরা